ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

বিধানসভা সংবাদ

স-৫০১৬
আগরতলা, ১ মার্চ, ২০২৪

বিধানসভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পেশ
প্রস্তাবিত বাজেটে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও কর্মসংস্থানের পথ সুদৃঢ় করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে ঃ অর্থমন্ত্রী

সমাজের সকল অংশের মানুষের সার্বিক বিকাশের মধ্য দিয়ে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ও উন্নত ত্রিপুরা গড়ে তোলার রূপরেখা এবারের বাজেটে তুলে ধরা হয়েছে। ভারত সরকারের সহায়তায় রাজ্য সরকার ৯টি এক্সটারনালি এইডেড প্রকল্প রাজ্যে বাস্তবায়ণ করছে। এতে ব্যয় হবে ৮ হাজার ২৬৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। আশা করা হচ্ছে বিভিন্ন বাহ্যিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত বিনিয়োগ রাজ্যকে একটি দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কক্ষ পথে চালিত করবে। আজ বিধানসভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রদর্শিত পথে ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সুযোগ্য নেতৃত্বে আমাদের রাজ্য প্রগতি ও বিকাশের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এবারের বাজেট বরাদ্দ রাজ্য পরিচালনায় দক্ষতা, দায়বদ্ধতা ও সচ্ছতার প্রতি সরকারের অগ্রাধিকারকে প্রতিফলিত করবে। অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া, অভিনবত্ব, ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও কর্মসংস্থানের পথ সুদৃঢ় করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বিধানসভায় বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ থেকে রাজ্যে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৩৯ জন কৃষক 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার' আওতায় সুবিধা পেয়েছেন। ৬৪০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা সুবিধাভোগী কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে। রাজ্যের ১২ লক্ষ ৪৬ হাজার কৃষকের ফসল 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার' আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৬০টি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের আওতায় রাজ্যের কৃষকরা এখন পর্যন্ত ঋণ পেয়েছেন ১ হাজার ৬৪৯ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ থেকে গত মরশুম পর্যন্ত রাজ্যের কৃষকদের থেকে ১ লক্ষ ৯২ হাজার মেট্রিকটন ধান ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষির প্রসারের জন্য এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৭৫টি কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ বর্ষ থেকে ১৩ হাজার ৩৯৪ হেক্টর জমি ফলমূল চাষের আওতায় আনা হয়েছে এবং ১৮ হাজার ৭৬৪ হেক্টর জমি হাইব্রিড শাকসব্জি চাষের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। চিরাচরিত কৃষি পদ্ধতি ছাড়াও বেবি কর্নের মত অপ্রচলিত ফসল চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৬২ হেক্টর জমিতে বেবি কর্ন চাষ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মিলেট চাষকে উৎসাহ দিয়েছে এবং এই অর্থবর্ষে ১৩.৫০ মেট্রিকটন মিলেট বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

*****২য় পাতায়

বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী বলেন, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ডুম্বুর হ্রদে 'কেজ কালচার' শুরু করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ১ হাজার ৫১২টি কেজ স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজ্যে ১৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪টি 'মৎস্যচাষ জ্ঞান কেন্দ্র' এবং ১টি 'মৎস্যবিদ্যা সচেতনতা কেন্দ্র' নির্মাণ করা হবে। রাজ্য সরকার রাজ্যের চাহিদা পূরণের জন্য দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বনির্ভরতার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রাণীসম্পদ বিকাশে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৮৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাস্তবায়িত করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী পাঠক্রম ও নিয়মাবলী চালু করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে আরআইডিএফ-এর অধীনে ২১টি উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিকস্তরের বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে, যার জন্য ১২৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে 'টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়' এবং 'আর্যভট্ট আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়' নামক ২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরাতে তাদের কার্যক্রম চালু করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে উদয়পুরে বেসরকারি উদ্যোগে 'মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন করা হবে।

বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলাকে সব অংশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস নিয়েছে, যাতে সমস্ত অংশের মানুষের সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত হয়। সিন্থেটিক টার্ফ সম্বলিত ফুটবল মাঠ, বহুমুখী ক্রীড়া ভবন, অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক, সিন্থেটিক হকির মাঠ, সুইমিং পুল এবং ওপেন জিমন্যাসিয়ামের মত ক্রীড়া পরিকাঠামো রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গড়ে তোলা হচ্ছে। এইসব উন্নত পরিকাঠামো ব্যবহার করে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকস্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারছে এবং বিভিন্ন পদক অর্জন করতেও সফলতা লাভ করছে। আগরতলায় অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে রাজ্যের ছেলেয়েমেরা ৬টি স্বর্ণপদক, ২টি রৌপ্যপদক এবং ১টি ব্রোঞ্জপদক জয় করেছে। এছাড়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ৬৭তম জাতীয় স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২টি স্বর্ণপদক এবং ১টি রৌপ্য পদক জয় করেছে। পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত ৬৭তম জাতীয় স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রাজ্যের অংশগ্রহণকারীরা ৩টি রৌপ্য পদক জয় করেছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা' গত ১৫ ফেব্রুয়ারি চালু হয়েছে। এই পরিকল্পনাটি আমাদের রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের জীবনে সদর্থক প্রভাব ফেলবে। এই যোজনাটি প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনার সাথে সাথে রাজ্যের ১০০ শতাংশ জনগণকেই স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনা সম্ভব হবে। রাজ্য সরকার রাজ্যের সব অংশের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সুদৃঢ় করে তোলার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। পানিসাগর, কুমারঘাট ও করবুকের ৩টি কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র (সিএইচসি)-কে মহকুমা হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতাল পরিসরে ২০০ শয্যা সম্বলিত মাল্টি কেয়ার স্বাস্থ্য ইউনিট নির্মাণ করা হবে ১৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে পিএম-ডিভাইনের আওতায়। কাঞ্চনপুর ও অমরপুরে মহকুমা হাসপাতাল পরিসরগুলিতে স্টাফ কোয়ার্টার্স নির্মাণ করা হবে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'সুবর্ণজয়ন্তী ত্রিপুরা নির্মাণ যোজনার' আওতায়। সিপাহীজলাতে ১টি এককৃত নেশামুক্তি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে ৮৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পিএম-ডিভাইনের আওতায়।

বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০২৪-২৫ বর্ষে স্মার্ট পিডিএস (স্কিম ফর মর্ডানাইজেশন অ্যান্ড রিফর্মস থ্রো টেকনোলজি ইন পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম) প্রকল্পের আওতায় রাজ্যে স্মার্ট গণবন্টন ব্যবস্থা চালু করা হবে ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায়।

*****৩য় পাতায়

সেইসঙ্গে রাজ্যের সবক'টি রেশনশপে সুবিধাভোগীদের অথেন্টিকেশন প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন করে তোলার জন্য সিস্টেম ইন্টিগ্রেটেড ইলেকট্রনিক পরিমাপ যন্ত্র ও আইরিস স্ক্যানার স্থাপন করার প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। রাজ্য সরকার সমাজের সমস্ত অংশের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তপশিলি জাতি অংশের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। 'প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনার' আওতায় রাজ্যের ৩০টি তপশিলি জাতি অধ্যুষিত গ্রামকে আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে 'প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনার' আওতায় রাজ্যের ৩২টি তপশিলি জাতি অধ্যুষিত গ্রামের উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৪ হাজার ৩৫৯ জন ছাত্রছাত্রীকে ৫৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রাক্‌মাধ্যমিক মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ২ হাজার ৮১৬ জন ছাত্রছাত্রীকে ড. বি আর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ১৯ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ব্যয়ে। ওবিসি সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন আয়ের উৎস সৃষ্টিকারী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী বলেন, মেধাবী ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যের কোষাগার থেকে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ১৫ হাজার ৮০২ জনকে প্রাক্-মাধ্যমিক বৃত্তি, ১৪ হাজার ৭২৮ জনকে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি এবং ২ হাজার ৭৯ জন ওবিসি ছাত্রছাত্রীকে ড. বি আর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ১০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য ও ওবিসি বেকার যুবাদের ব্যবসা করার জন্য সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ৪৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। এতে ২ হাজার ৭৩৬ জন ওবিসি অংশের মানুষ এতে উপকৃত হয়েছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নের জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে 'প্রধানমন্ত্রী জনবিকাশ কার্যক্রমের' আওতায় ২২৮টি প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয়েছে। ২ হাজার ৬৪৩ জন ছাত্রছাত্রীকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ১,০৩৫টি সংখ্যালঘু পরিবারকে ব্যবসায়িক উদ্যোগ শুরু করার জন্য ভর্তুকি সম্বলিত ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২৯২ জন সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তুকি সম্বলিত ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ত্রিপুরা মাইনোরিটি কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড সর্বমোট ২২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করেছে। সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করার জন্য ভারত সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন স্কলারশিপের আওতায় সর্বমোট ২১ হাজার ৩৮৪ জন সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীকে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। নারী শক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে ৪৮ হাজার ৯৬৯ জন সংখ্যালঘু ছাত্রীকে প্রি মেট্রিক ও পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে সর্বমোট ২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বিভিন্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক কাজের উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং এই উদ্দেশ্যে 'প্রধানমন্ত্রী জনবিকাশ কার্যক্রমের' আওতায় ৩৫ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার সামাজিক সুরক্ষায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ৩৩টি সামাজিকভাতা প্রকল্পের অধীনে থাকা ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৩৬ জন সুবিধাভোগীর জন্য সামাজিক পেনশনভাতা প্রতি প্রাপক পিছু মাসিক ৭০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে মাসিক ২ হাজার টাকা করা হয়েছে। 'মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক সহায়ক প্রকল্পের' আওতায় ১ জানুয়ারি, ২০২৪ থেকে আরও ২৯ হাজার ৪১০ জন নাগরিকের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার জন্য অতিরিক্ত ৭০ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা প্রতি বছর ব্যয় হবে।

******৪র্থ পাতায়*

দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় বিভিন্ন জনজাতি নেতৃত্বের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে রাজ্য সরকার গত ১৫ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে 'জনজাতি গৌরব দিবস' উদযাপন করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে 'মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশনের' আওতায় ৬০০ হেক্টর জমিতে রাবার গাছ রোপণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বিভিন্ন আয়ের উৎস সৃষ্টিকারী কর্মকান্ড সম্পাদনের মাধ্যমে ৯১৬টি জনজাতি পরিবার লাভবান হয়েছে এবং ৯০টি জনজাতি পরিবারকে অটোরিক্সা ও পাওয়ারটিলার প্রদান করা হয়েছে। 'প্রধানমন্ত্রী আদি আদর্শ গ্রাম যোজনার' আওতায় ১৯৮টি গ্রামের উন্নয়নের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে, যার জন্য ৪০ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য হয়েছে। বিদ্যালয়স্তরে ককবরক ভাষার প্রসারের লক্ষ্যে ১ হাজার ৪১৭টি বিদ্যালয়ে ককবরক ভাষা চালু করা হয়েছে। মোট ৯৩ হাজার ৩৯৫ জন তপশিলি জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন মেধাবৃত্তির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। যার জন্য ব্যয় ধার্য হয়েছে ৮৬ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা।

বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (পিএম-জনমন)-এর উদ্দেশ্য হল বিশেষভাবে প্রান্তিক ও দুর্বল জনজাতি গোষ্ঠীসমূহের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে থাকা ব্যবধানগুলির অবসান ঘটানো। এই উদ্দেশ্যে ৯টি মন্ত্রকের মাধ্যমে ১১ ধরনের জরুরি পদক্ষেপের মাধ্যমে বিশেষভাবে দুর্বল ও প্রান্তিক জনজাতি পরিবারসমূহকে গৃহ, পানীয়জল, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ সংযোগ সুবিধা ইত্যাদি প্রদানে গুরুত্ব দেওয়া হবে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পিএম-জনমনের আওতায় আদিম ও প্রান্তিক জনজাতি গোষ্ঠী অধ্যুষিত সমস্ত জনপদে বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হবে এবং তারজন্য ৬৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। 'প্রধানমন্ত্রী জনমন যোজনার' আওতায় রিয়াং সম্প্রদায়ের জনজাতি পরিবারবর্গের জন্য ৯ হাজার ১৫টি নতুন গৃহ নির্মিত হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, বিগত ৫ বছরে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণের' আওতায় রেকর্ড সংখ্যক ৫ লক্ষ গৃহ নির্মিত হয়েছে। বিগত ৫ বছরে 'ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের' আওতায় রাজ্যে ৪৭ হাজার ৬০০টি মহিলা স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের সর্বমোট ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার গ্রামীণ মহিলা ৫১ হাজার ২৫৪টি স্বসহায়ক দলের সাথে যুক্ত রয়েছেন। এই স্বসহায়ক দলগুলি ২ হাজার ৯৪টি গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান (ভিও) এবং ১০২টি ক্লাস্টারস্তরীয় ফেডারেশনের সাথে যুক্ত। জানুয়ারি, ২০২৪ সাল অব্দি বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের সাথে যুক্ত ৮৩ হাজার মহিলা 'লাখপতি দিদি' হয়েছেন। রাজ্য সরকার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মধ্যে আরও ১ লক্ষ ১৪ হাজার মহিলাকে স্বসহায়ক দলের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকারও বেশি বৃদ্ধি করা হবে।

বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী বলেন, নিরাপদ পানীয়জল সরবরাহ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকার। রাজ্য সরকার অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জল জীবন মিশন বাস্তবায়ন করছে। জল জীবন মিশনের পূর্বে মাত্র ২৪ হাজার ৫০২টি (৩.৩০ শতাংশ) গ্রামীণ পরিবারকে পানীয়জল সরবরাহের সংযোগ দেওয়া হয়েছিল। তারপর ২০১৯ সালে জল জীবন মিশন চালু হওয়ার পর সর্বমোট ৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৯৩টি (৭৬.৮১ শতাংশ) গ্রামীণ পরিবারকে কার্যকরী পানীয়জল সংযোগ অর্থাৎ ফাঙ্কশনাল হাউসহোল্ড ট্যাপ কানেকশনস (এফএইচটিসি) দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার জল জীবন মিশনের আওতায় গত ৪ বছরে ২ হাজার ৫৪৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে আইন শৃঙ্খলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সরকার অপরাধের হার কমাতে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। রাজ্য সরকার শিশু কিশোর ও তরুণ তরুণীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে।

*****৫ম পাতায়*

উত্তর ত্রিপুরা ও উনকোটি জেলায় ২টি ভ্রাম্যমান ইনফ্ল্যাটেবল তারামন্ডল স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া সুকান্ত একাডেমিতে শিশু বিজ্ঞান গ্যালারি এবং একটি মজার বিজ্ঞান গ্যালারি নির্মাণ করা হয়েছে। মহাবিদ্যালয়ভিত্তিক ৪০(চল্লিশ)টি ডিএনএ ক্লাব এবং ৪(চার)টি জৈব প্রযুক্তি ক্লাব চালু করা হয়েছে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে।

বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০২৪-২৫ বর্ষে, চারটি মহাবিদ্যালয়ভিত্তিক জৈব প্রযুক্তি ক্লাব, ৫০টি ডিএনএ ক্লাব, ৬টি বায়োভিলেজ ও ৫টি মাশরুম হ্যামলেট গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখছি। ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ৩৯০ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৭৫৮ কোটি ৯ লক্ষ টাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে সর্বমোট ১২১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা মূল্যের রপ্তানি হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার যুবশক্তির দক্ষতা বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, যাতে যুবারা বিভিন্ন পেশায় দক্ষ হয়ে জীবিকা অর্জনের জন্য নিজেরা ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করতে পারে। প্রথাগত প্রশিক্ষণ দেওয়া ছাড়াও ১টি কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে ৩০ জন যুবাকে ৯ মাসব্যাপী জাপানি ভাষা শেখার একটি দীর্ঘ প্রশিক্ষণ শিবিরে দিল্লি পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া ৩০ জন মহিলাকে আয়া নার্সিংয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০ জন মহিলাকে অটোরিক্সা চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০০ জন পুরুষ ও মহিলাকে নবজাত শিশুর পরিচর্যার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির বিকাশ এবং সেইসঙ্গে জনমানসে দেশাত্মবোধের চেতনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রথমবারের মত অডিশনের মাধ্যমে তরুণ শিল্পীদের প্যানেল তৈরি করা হয়েছে। 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের' অঙ্গ হিসেবে '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম', 'মেরি মাটি মেরা দেশ' এবং 'হর ঘর তিরঙ্গার' মত অনুষ্ঠানগুলি রাজ্যজুড়ে ব্যাপক উৎসাহের সাথে উদযাপিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে রাজ্যের যোগাযোগ ও পরিবহণ ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়ার জন্য আগরতলা রেলস্টেশন থেকে অনেকগুলি নতুন ট্রেনের সূচনা করা হচ্ছে। আমি এই অবসরে আগরতলা থেকে অযোধ্যা যাওয়ার একটি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা এবং মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর ভূমি থেকে অযোধ্যা ভূমিতে যাওয়ার সুগম ব্যবস্থা করে রাজ্যবাসীকে রামলালা দর্শনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান।

বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ১৩৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়কের মানোন্নয়ন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে এবং ৫টি আরসিসি সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (আরআইডিএফ) প্রকল্পের আওতায় ৭৩টি বিভিন্ন সড়ক যার সর্বমোট দৈর্ঘ্য ২৬৭ কিলোমিটার এবং ৫টি স্থায়ী সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার' আওতায় ৭টি বসতি এলাকাকে সংযুক্তকারী ৪২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তার মানোন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ১ হাজার ৪১১ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হয়েছে। ৬টি বিভিন্ন জাতীয় সড়কের ৯২৩.৩১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মধ্যে ৪৮৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়ককে ইতিমধ্যেই অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে দুই লেনের সড়কে উন্নীত করা হয়েছে। তাছাড়া আরও ৪(চার)টি সড়ককে জাতীয় সড়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যার সর্বমোট দৈর্ঘ্য হল ২২৯.২৫ কিলোমিটার। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ২৮৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়কের মানোন্নয়ন করা হবে। ১ হাজার ৯০০ কিমি সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। ৫০০ কিমি পিএমজিএসওয়াই সড়কের পুনর্নবীকরণ করা হবে এবং ১০টি নতুন আরসিসি সেতু নির্মাণ করা হবে।

****৬য় পাতায়*

পিএমজিএসওয়াই-এর আওতায় ৩০৩ কিমি রাস্তার উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে, যা সব আবহাওয়ার উপযোগী পথের মাধ্যমে ২০টি জনপদ এলাকাকে সংযুক্ত করবে। তাছাড়া সর্বমোট ৩২৬.৪৫ কিমি দৈর্ঘ্যের ৩৪টি সড়ক প্রকল্পের উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। রাজ্য সরকার ব্যাপকভাবে সড়ক পরিকাঠামো বিকাশের কাজ হাতে নেবে, যার মধ্যে ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যার মধ্যে থাকবে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ৩০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়কের নবনির্মাণ অথবা পুনরুন্নয়ন এবং এই উদ্দেশ্যে আগামী ৪ বছরে সর্বমোট ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়েছে। যার উৎসসমূহ হল রাজ্য তহবিল, স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্স ফর ক্যাপিটেল ইনভেস্টমেন্ট এবং আরআইডিএফ। আরও অধিক পরিমাণ এলাকা সেচের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন নয়া সেচ প্রকল্প চালু করা ও বিদ্যমান সেচ প্রকল্পসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ বর্ষে ৭০ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৪৭টি স্মলবোর ডিপটিউবওয়েল ও ১৭৯টি ডিপটিউবওয়েল নির্মিত হয়েছে, যা আরও ৩ হাজার ৬১৮ হেক্টর সেচযোগ্য জমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসবে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৮টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প নির্মাণ করা হবে ও ১১টি লিফট ইরিগেশন স্কিম ও ১৮৩টি ডিপটিউবওয়েল স্থাপন করা হবে ১১০ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, যা আরও ২ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসবে। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড) রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নদীর তীরে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধক ব্যবস্থা তৈরির কাজের জন্য ১০০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার অনুমোদন দিয়েছে এবং এই কার্য বাস্তবায়িত করা হবে ২০২৪-২৫ বর্ষে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৩(তিন)টি বড় প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ওপেন সাইকেল জেনারেশন প্ল্যান্ট-কে কম্বাইন্ড সাইকেলে পরিণত করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে উন্নতি সহ বিদ্যুৎ সরবরাহ কাঠামোর উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ‘বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তা প্রকল্পে’ বিদ্যুৎ পরিবাহী কাঠামোর ব্যাপক উন্নয়নের কাজ এবং ‘রিভ্যাম্পড রিফর্মড বেসড রেজাল্ট লিঙ্কড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম’ (আরডিএসএস) এর আওতায় ট্রান্সমিশন লস কমিয়ে আনার মাধ্যমে বিদ্যমান বিদ্যুৎ পরিবাহী ব্যবস্থার পরিচালনাগত ও আর্থিক কার্যক্ষমতার উন্নয়ন সাধন এবং বর্তমানে চালু ম্যানুয়েল বিল ব্যবস্থা থেকে স্মার্ট মিটারে পরিবর্তিত করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বিকাশ কেন্দ্র ‘প্রধানমন্ত্রী কিষাণ উর্জা সুরক্ষা এবং উত্থান মহা অভিযান’ (পিএম-কুসুম), আরআইডিএফ এবং রাজ্য সরকার প্রদত্ত অর্থ ব্যবহার করে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। ১টি সৌরবিদ্যুৎ চালিত আলোর ব্যবস্থা ‘গ্রামীণ বাজার আলোকজ্যোতি’ প্রকল্পের আওতায় সম্প্রসারিত করা হয়েছে, অনেকগুলি জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামীণ এলাকার বাজার ও জনপদে। এছাড়া সৌরবিদ্যুতের মাইক্রো গ্রিড, সৌরবিদ্যুৎ চালিত স্ট্রিট লাইট ও সৌরবিদ্যুৎ চালিত সোলার হাইমাস্টের মত সুবিধাসমূহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চালু করা হয়েছে। ‘প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (নগর)’-এর আওতায় ৮২ হাজার ১৩২টি গৃহ নির্মাণের অনুমোদন হয়েছে এবং এখন অব্দি ৬৪ হাজার ৫৮২টি গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্যের বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন স্থানে শিশু, কিশোর ও মহিলাদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত গণশৌচাগার সুনিশ্চিত করার জন্য ৮৫টি পিঙ্ক টয়লেট নির্মাণ করা হবে। এই লক্ষ্যে ৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে বাজেটে।

*****৭ম পাতায়

বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যের জনগণের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্যে, বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে এবং স্বচ্ছতা বজায় রেখে স্থায়ী উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকার বিগত ২০২৩ এর আগস্ট মাসে সাধারণ প্রশাসন- 'সুশাসন' নামক একটি দপ্তর বিগত ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেটে ঘোষিত লক্ষ্য অনুযায়ী সৃষ্টি করেছে। বিগত ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে নীতি আয়োগের নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্য সহায়তা মিশনের আওতায় এই দপ্তরের অধীনে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন (টিআইএফটি) নামক একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাতে সমস্ত রাজ্যের জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় করতে পারেন, সেজন্য প্রতিষ্ঠানটিতে পর্যাপ্ত সুবিধাসমূহ যুক্ত করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মৌলিক সমস্যা ও অনুঘটকসমূহকে চিহ্নিত করবে। বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী জানান, ডিজিটাল প্রযুক্তিভিত্তিক বিকাশের অগ্রাধিকার দেওয়ার মধ্যেই রাজ্যের সুশাসনের চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে।

******